মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলার ১৪টি মন্দিরে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে প্রতিটি মন্দিরে মিষ্টি সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম নিজ হাতে এসব উপহার তুলে দেন।

এ সময় পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল পাঁচটার দিকে সনাতনী রীতি অনুযায়ী এ রথযাত্রা শুরু হয়। মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রথযাত্রাটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা এ সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের জয়গান করেন। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের ধর্মানুসারীরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এর পূর্বে মন্দিরে পূজা-আর্চনা আয়োজন করা হয়। রথযাত্রা শেষে অনুসারীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, হরিসভা মন্দিরের সভাপতি বিকাশ সাহা, সহ-সভাপতি বিধান চন্দ্রনাথ, সাধারণ সম্পাদক কিশোর পাত্র, সহ-সাধারণ সম্পাদক মদন কর্মকার সহ আরো অনেকে।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ৬ টি মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা। প্রতি বছরের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বিকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ৫টি পূজা মন্দির ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ১টি পূজা মন্দির মোট ৬টি পূজা মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন সমাপ্তি হয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তিতুমীর বলেন, আমরা সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরাও যুক্ত আছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ বলেন, আমরা সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে আমাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পেরে খুব আনন্দিত। আমরা প্রতিবছর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে থাকি। এবারও আমরা একই জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি। অন্যন্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর। আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই দর্শনা থানার পুলিশ সদস্য, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীদেরকে। অনেক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এসময় প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে হাজার হাজার মানুষের জনসমাগম ছিলো।

দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে ২০টি প্রতিমা বিসর্জন

দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন আজ রোববার (১৩ অক্টোবর) বিকাল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা।

দামুড়হুদা উপজেলায় ২০টি মণ্ডপে সকাল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি। আরতি, শোভাযাত্রাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কোথায়ও কোন অপ্রিতীকর ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিসর্জন উৎসবমুখর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে, প্রস্তুত ছিল পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, এবার দামুড়হুদা উপজেলায় ২২ টির মধ্যে ২০টি মন্ডপে দুর্গাৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপের সভাপতি মদন কুমার হালদার বলেন আমরা গত ৯ অক্টোবর থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন করেছি। কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক বাসুদেব হালদার বলেন এবার উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দুর্গাৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রশাসনসহ সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, প্রশাসনের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে সুশৃংখল উৎসবমুখর পরিবেশে এবার শারদীয় দুর্গাৎসব উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল বলেন জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তায় নিয়োজিত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে আমার উপজেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শারদীয় দুর্গাৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি।

কোথায় ও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

হিন্দুধর্ম মতে, মহালয়ার দিন ‘কন্যারূপে’ ধরায় আসেন দশভুজা দেবী দুর্গা, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয়। তার এই ‘আগমন ও প্রস্থানের’ মধ্যে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব। দোলায় বা পালকিতে আগমনের পর এবার দেবী দুর্গার গমন হচ্ছে ঘোটক বা ঘোড়ায় চড়ে।

জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপার-শান্তিপূণভাবে দুর্গা উৎসব শেষ হবে

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপার। গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করে পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা সহ সকল বিষয়ে সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গা উৎসব হচ্ছে। জেলার কোথায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আশাকরি শান্তিপূণভাবে দুর্গা উৎসব শেষ হবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বিপিএম বলেন, শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোথাও কোনো অপশক্তি সুন্দর পরিবেশ বিনষ্ট করতে পারেনি। যদি কোনো অপশক্তি দুগা উৎসব বিনষ্ট করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা মমতাজ মহল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসফিকুর

রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মো আলমগীর কবির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুর রহমান, বাকী বিল্লাহ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, চিৎলা হালদারপাড়া মন্দিরের সভাপতি, মদন কুমার হালদার, সাধারণ সম্পাদক বিশু হালদার প্রমুখ।

উল্লেখ, চলতি বছরে দামুড়হুদা উপজেলার পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ২০টি মন্দিরে শারদীয় দূর্গাপূজার কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি মন্দিরে পূজা যেন নির্বিগ্নে উদযাপন করতে পারেন, সেই জন্য প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর ভূমিকায় রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে পুলিশের খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

খুলনা রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি রেজাউল হকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল পাঁচটার সময় মেহেরপুর শহরের নায়েব বাড়ি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শূভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে শহরের কালীবাড়ি মন্দির পরিদর্শন করেন ডিআইজি সহ পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় পূজা মন্ডপের দায়িত্বে থাকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেন পূজা মন্ডপগুলিতে আগত ভক্তদের সাথেও কথা বলেন তিনি বলেন সারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসব মুখর পরিবেশে সকল পূজা উদযাপনের আহ্বান জানান।

এ সময় ডিআইজি রেজাউল হক বলেন, সারাদেশের মত মেহেরপুরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা উদযাপিত

হচ্ছে। কোন অপীতিকার ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তায় বলয় তৈরি করা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এ সময় খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি অপারেশন হাসানুজ্জামান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূজামণ্ডপে গীতা পাঠ করে ভাইরাল জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা

পূজা মন্ডপে গীতা পাঠ করে ফেসবুকে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মাও: মতিয়ার রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বাজে বামনদহ হরিতলা পালপাড়া পূজামণ্ডপে বক্তব্যের সময় তিনি গীতার শ্লোক পাঠ করেন। তার সেই গীতা পাঠের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে আলোচনা- সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মাও: মতিয়ার রহমানের ভিডিওতে দেখা যায়, বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি গীতা পাঠ করেন। সে সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীরা উলুধ্বনি দেন ও শঙ্খ বাজান। গীতা পাঠ শেষে আগামীতে নির্বাচিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব পালনে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আমি একা আসি নাই আমার সাথে বিএনপির নেতারাও আছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, এই কোটচাঁদপুরে আলো বাতাস, মাটি ও মায়া মমতাই আমি বেড়ে ওঠেছি। ইসলামী আদর্শের ব্যক্তি হলেও আমার ভেতর বাস করে একজন ভালো সনাতনী হিন্দু ব্রাহ্মণ, আমার ভেতরে বাস

করেন একজন ভালো খ্রিষ্টান এবং একজন ভালো মুসলিমও।

তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য বলেন, বিশ্বাস করুন হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে মুসলমানদের কোরআন পাওয়ার সাড়ে ৪ হাজার বছর পূর্বে। এই জাতিটা বাস করতো ভারতের কালীকোটের মালমল সিন্দুর হ্রদের অববাহিকায়। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত ওরা সেখানে বাস করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজার সপ্তমির রাত ১০টার দিকে বাজেবামনদাহ হরিতলা পালপাড়া পূজাম-প পরিদর্শনে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা। অন্যান্যদের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি অধ্যাপক মতিয়ার রহমান কথা বলেন। বক্তব্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। হরিতলা পালপাড়া পূজাম-পের আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি গুরুদাস বিশ্বাস জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর জামায়াতের নেতা মতিয়ার রহমানসহ আরও কয়েকজন ম-পে এসেছিলেন। অধ্যাপক মতিয়ার রহমান তার বক্তব্যে তিনি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দেন। পরে গীতা থেকে একটি শ্লোক পাঠ করেন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক মতিয়ার রহমানের সাথে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে ৬ টি পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, সনাতনী ধর্মালম্বীদের শারদীয় দূর্গোৎসব নির্বিঘ্নে, নিরাপত্তা, শান্তি শৃংখলা ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে পালন করতে বিএনপির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশ নায়ক তারেক রহমান।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মন্ডপ পরিদর্শন কালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলার রায়পুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, চাঁদপুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, আমতৈল কাল মন্দির পূজা মন্ডপ, ভোলাডাঙ্গা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, মানিকদিয়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, শিমুলতলা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, ষোলটাকা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুজা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।
এসময় রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আল হেলাল, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরমান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল মেয়র নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির সহসভাপতি ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকন, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরমান আলী, আমতৈল গ্রাম বিএনপির সভাপতি কুরবান আলী, গাংনী পৌর বিএনপি নেতা আনিছুর রহমান লেবু, সহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন রাইপুর কালি মন্দির সভাপতি শ্রী শ্যামল দাশ, সাধারণ সম্পাদক রবিন দাশ, চাঁদপুর কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি সুশান্ত দাশ, আমতৈল কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি শ্রী শিপন কুমার দাশ, সস্পাদক বিনোদ কুমার দাশ, ভোলাডাঙ্গা দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি নৃত্য কুমার দাশ, সম্পাদক প্রভাস দাশ, শিমুল তলা দাশপাড়া কালি মন্দির পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতি সাধন কুমার দাশ, পুজা কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার দাশ, সম্পাদক সন্দিপ কুমার দাশ,

ষোলটাকার পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতির হাতে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, সনতানী ধর্মের মানুষ সবাই সমান। এখানে উচু নিচু জাত বলে কিছু নেই। দাশ সম্প্রদায়ের মানুষকে ছোটো ভাবার অবকাশ নেই। তিনি বলেন, দেশ নায়ক তারেখ রহমান বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার নির্দেশ ও সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, কোনো দু:স্কৃতিকারি হুমকি ধামকি দিলে বিএনপির নেতাকর্মীদের জানানোর আহবান জানান তিনি।

এছাড়া পিজা বিসর্জন পর্যন্ত হিন্দু সস্প্রদায়ের মানুষকে জাগ্রত থাকারও আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন।

শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের যায়গা থেকে হাজারো দু:খ কষ্টের মধ্যে থেকেও তারা শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করে থাকেন সনাতনীরা।

তারেক রহমানের নির্দেশ দিয়েছেন কোথাও যেনো কোনো দু:স্কৃতিকারি দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানিয়েছেন।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও

পুরোহিতদের উপহার প্রদান

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজার বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি নেতারা।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সহসভাপতি হাবিব ইকবাল, আব্দুস ছামাদ, বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার মনি, মেহেরপুর জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, যুবদল নেতা ঈমন বিশ্বাস প্রমূখ।

এ সময় মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে দূর্গা উৎসব উপলক্ষে উপহার তুলে দেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ বিষয়ে হরিসভা মন্দিরের পুরোহিত শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য বলেন, পূজা উপলক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের এ উপহার আমাকে গর্বিত করেছে। আমি তার সফলতা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্যের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক শ্রী মাধব ভাস্কর বলেন, মেহেরপুর জেলার ৩৮ টি পূজামণ্ডপে দুর্গা উৎসব সুন্দর ও সাবলীলভাবে পালিত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সকল জাতিধর্মের মানুষ আমাদের সহযোগিতা করছে। হরিসভা মন্দিরের সভাপতি শ্রী রণজিৎ দাস বলেন, পূজা অর্চনা ভালো হচ্ছে। সমাজের সকল শ্রেণীপেশার মানুষ মন্দিরে এসে সার্বিক খোঁজখবর নিচ্ছেন।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ

পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নাজমুল হামিদ রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) নাজমুল হামিদ রেজা বলেন আমরা সবাই বাঙ্গালি জাতি, বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এটাই আমাদের বড় পরিচয়। সাম্প্রদায়িক চেতনায় নয় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ব। শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব হিন্দু ধর্মালম্বী ভাই-বোনদের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং এটা বাঙালি সংস্কৃতির একটা অংশ। সেজন্য সকলে মিলে আমরা এই উৎসব পালন করব যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে দামুড়হুদা সদর ইউপির পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে এসে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল এ সময় তিনি বলেন, আমার উপজেলায় ২০ টি পূজা মন্ডপে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন হচ্ছে, পূজা উদযাপন নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা কাজ করে চলেছে, এবার শারদীয় দুর্গা পূজা উৎসবে এই উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপে যেভাবে হিন্দু মুসলমান ভাই সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছে এটা দেখে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, সহকারী কমিশনার আব্দুর রহমান, সহকারি কমিশনার আসফাকুর রহমান, সরকারি কমিশনার সামিউল আজম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, এনজিও ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক মানিক রুগা, দামুড়হুদা মডেল থানার অপারেশন্স ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা, এসআই বাকি বিল্লাহ, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবলু, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি সজিবুল

ইসলাম, হাসনাত খুশবু, সৌরভ, আকাশ, চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরের সভাপতি মদন কুমার হালদার, সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু কুমার হালদার, দামুড়াহুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সামসুজ্জোহা পলাশ, সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, বিএনপি নেতা মনজুর রহমান, যুবদল নেতা খোকন আলী, আব্দুস সালাম সহ পূজা মন্দিরে আগত অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। আগত অতিথিবৃন্দ চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে আসলে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মন্দিরের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ভক্তবৃন্দ।